Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
UGC Approved Journal Serial No. 47694/48666
Volume-VI, Issue-IV, April 2018, Page No. 98-103
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

অভিজিৎ সেনের 'স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা: নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষিতে

ড. গোবিন্দ বিশ্বাস
অতিথী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চঞ্চল মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

The post freedom Naxalite moment emerged as the altennative to main stream politics of corruption greed nepotism the movement was leaded by kanu Sanyal, Charu Chandra Mazumdar, Jangol Santal, Jamini Gupta, and believed in the idealistic principles of honesty and integrity. But as with all idealistic movements, Naxalism degenerated into violence and bloodshed. The regional writens dealt with the Naxalite movement include Samresh Basu, Samaresh Majumdar, Saibal Mitra, Santosh Kumar Ghosh, Maheshewate Devi, Swarna Mitra, Bani Basu, Amar Mitra, Ashok kumar Mukhopadhy. Among them Abhijit Sen stands out as he was a Naxalite himself. In my thesis I wish to explore the writings which dealt with the Naxalite period focusing on his treatment of volatile, virulent period of history.

> *"The term Naxalites comes from Naxalbari a small village in west Bengal, where a section of the communist party of India (Marxist) Led by Charu Majumdar, Kanu Sanyal, and Jangal Santhal initiates an uprising Kishan Sabha, of which Jangal was the president, declared their support for the movement initiness to adopt armed struggled to redistribute land to the landless*".

স্বাধীন ভারতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে যেসব গুরুতর সংগ্রাম তথা আন্দোলন সংঘটিত হয় নকশাল আন্দোলন ছিল সেগুলির মধ্যে অন্যতম। ১৯৬৭ সালের এই সশস্ত্র আন্দোলন আনতে চেয়েছিল নতুন মূল্যবোধ, গড়তে চেয়েছিল নতুন সমাজ তথা সামাজিক কাঠামো । মার্কসপন্থী আদর্শে নকশালকর্মীরা শোষাহীন এক সাম্যবাদী সমাজ পরিস্পঠামো গড়তে চেয়েছিলেন। । কিন্তু রক্তাক্ত বিপ্লবের যে পথ তারা বেছে নিয়েছিলেন তা ছিল সংকীর্ণ, মানবতার পরিপন্থী । ধনীক শ্রেণি, জমির মালিক কিংবা জোতদারদের খতম করাই যেন হয়ে উঠেছিল তাদের মূল লক্ষ্য। দেশজুড়ে তাদের সশস্ত্র সংগ্রাম বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়েছিল ভারতীয় সমাজের ওপরে । ষড়যন্ত্র, গুপ্তহত্যা, নির্বিচারে নিধন- এই রক্তাক্ত পথে কোন আন্দোলনই সফল হতে পারে না। তাই দেখা যায় নকশাল আন্দোলনও সফল হয়নি। মানবাধিকার লঙ্ঘন, গণতন্ত্রের হত্যা ও দেশজুড়ে সন্দ্রাসের বাতাবরণ তৈরী করার অপরাধে নকশাল কর্মীদের ধরে ধরে কারাবন্দী করা হয়। জেলের মধ্যে পুলিশের নির্যাতনের শিকার হয়ে প্রাণত্যাগ করে অনেকেই। ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রপতি আইন জারি করা ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নামিয়ে দেয় নকশালদের সমূলে বিনাশ করবার জন্য যা ' Termed operation Steeplcelase' নামে আখ্যা দেওয়া হয় । এই অপারেশনে একশ – জন নকশালকর্মীকে হত্যা করা হয় এবং কুড়ি হাজারেরও বেশী বিপ্লবীকে কারারুদ্ধ করা হয়। অতপর ১৯৭২ সালে চারু মজুমদারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং আলিপুর

জেলে তাঁর মৃত্যু হয় । তাঁর মৃত্যুর পর নকশাল আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায় এবং যে ৩০-টির মতো নকশালপন্থী গ্রুপ সারা ভারতজুড়ে তৈরী হয়েছিল তাদের মধ্যেও ভাঙন দেখা দেয় ও ধীরে ধীরে নকশাল আন্দোলনের ধারাটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় । এ প্রসঙ্গে Wikipedia - য়া বলা হয়েছে-

> *" Large sections of the Naxal movement began to question charu Majumdar's leadership. In 1971 the CPI (ML) was split, as the satyanarayan sing revolted against Majumdar's leadership. In 1972 Majumdar was arrested by the police and died in Alipore Jail. His death accelerated the fragmentation of the movement".*

এই নকশাল আন্দোলন নিয়ে দেশ বিদেশের বিভিন্ন ভাষায় লেখা হয়েছে বেশ কিছু গ্রন্থ । যেমন প্রকাশ সিং- এর 'The Naxalite Movement in India'(1995), বিপ্লব দাশগুপ্তের ' The Naxalite Movement (1975), সুমন্ত ব্যানার্জির 'In the wake of Naxalbari: A History of the Naxalite Movement' (1982) প্রভৃতি ইংরেজি ভাষায় রচিত নকশাল আন্দোলমূলক কয়েকটি বিখ্যাত রচনা।

নকশাল আন্দোলন নিয়ে বাংলায় উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখেছেন অনেকে সমরেশ বসু, সমরেশ মজুমদার, শৈবাল মিত্র, অমর মিত্র, মহাশ্বেতা দেবী, সন্তোব কুমার ঘোষ, অসীম রায়, স্বর্ণ মিত্র, বাণী বসু, অশোক কুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ । এই ধারায় আরেক উল্লেখযোগ্য সংযোজন অভিজিৎ সেন। তাঁর বিভিন্ন গল্প ও উপন্যাস আছে নকশাল আন্দোলনের কথা । লেখক অভিজিৎ সেন নিজেই ছিলেন একজন নকশাল কর্মী ।

সাতের দশকের উত্তেজনায় চাকরি, ঘরবাড়ি ছেড়ে তিনি যোগ দিয়েছিলেন নকশাল আন্দোলনে । স্বাভাবিক কারণেই নকশালদের কার্যকলাপ, স্বাভাব বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতার অর্জন করেছিলেন । আর সেই বাস্তব অভিজ্ঞতার তাজা স্মৃতি থেকেই নকশাল আন্দোলনের যাবতীয় কথা লেখক তাঁর গল্প- উপন্যাসে তুলে ধরেছেন । তাই অভিজিৎ সেনের গল্প ও উপন্যাস পাঠে নকশাল আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি ও রূপরেখা সম্বন্ধে আমাদের একটা সুস্পষ্ট ধারণা মেলে । তাঁর ' পদ্ধতি' এবং আরো বেশ কয়েকটি গল্পে নকশাল আন্দোলনের কথাকে তিনি যেমন রহস্য- রোমাঞ্চ কাহিনিরূপে পরিবেশন করেছেন, তুলে ধরেছেন নকশালদের আদর্শে ও পদ্ধতিগত বৈশিষ্ট্যের দিকটি; তেমনি 'স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা' (২০০০) তেমনি উপন্যাসের বিশাল ক্যানভাসে চিত্রিত হয়েছে নকশাল আন্দোলনের যাবতীয় রূপরেখা । তাঁর ' রহু চণ্ডালের হাড়' (১৯৮৫) উপন্যাসটি যেমন যাযাবর গোষ্টীর দেড়শ বছরের পাঁচ প্রজন্মের জীবন সংগ্রামের এক অনবদ্য কাহিনি; তেমনি ' স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা' নকশাল আন্দোলনের কথায় পরিপূর্ণ বাংলার একটি অসামান্য উপন্যাস এই উপন্যাসে নকশাল বাড়ির অভ্যুত্থান থেকে শুরু করে নকশালদের যাবতীয় সংগ্রাম কর্মপদ্ধতি ও আদর্শগত দিকের কথা বর্ণিত হয়েছে । সেইসঙ্গে পুলিশের কড়া দমনমূলক অভিযানের মুখে পড়ে হাজার হাজার নকশালকর্মী কীভাবে কারাবরণ করতে বাধ্য হল, ঢলে পড়লো মৃত্যুর কোলে এবং শেষপর্যন্ত নকশাল আন্দোলন ব্যার্থতায় কর্মবসিত হল তার সকরুণ ইতিহাস অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় তুলে ধরেছেন লেখক তাঁর এই উপন্যাসের শিল্পিত বয়ানে।

যুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু-সমস্যা, স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিত, ভারত-চীন ও ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা – এইসব উত্তাল ঘটনার পাশাপাশি সমান্তরালভাবে উপন্যাসে বয়ে চলেছে নকশাল আন্দোলনের কথা । ২২৩ পৃষ্টার এই উপন্যাসের পাতায় পাতায় বিধৃত হয়ে আছে দেশ- কাল- সমাজের নানা সমস্যা সং কটের কথা । তবে নকশাল আন্দোলনের কথাই সবচেয়ে বেশী করে ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসে । ১৯৬৭ সালে চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে শিলিগুড়ি সংলগ্ন নকশাল বাড়িতে যে আন্দোলনের অভ্যুত্থান ঘটে এবং তার ফলশ্রুতিতে সারা ভারতজুড়ে যে বিপ্লবী কর্মকান্ড শুরু হয়েছিল তার চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ করেছেন লেখক তাঁর 'স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা' নামক এই উপন্যাসটিতে। এদিক থেকে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে নকশাল আন্দোলনের বাস্তব তথ্যনির্ভর এক ঐতিহাসিক সামাজিক দলিল।

সমরেশ বসুর রুহিতন কুরমি যেমন একজন ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক, তেমনি অভিজিৎ সেনের সরোজ রায় ওরফে মানিক ও দেশত্যাগী ভূমিহীন এক বেকার শিক্ষিত যুবক । মাটির দাবি, দেশের দাবি এবং শোষণহীন বঞ্চনাহীন সমাজ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে দু'জনেই যোগ দিয়েছিল নকশাল আন্দোলনে । কিন্তু তাদের সেই স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়। রুহিতন কুরমির হাজতবাস হয় এবং শেষপর্যন্ত সশস্ত্র নকশাল আন্দোলনের পথ পরিত্যাগ করে গান্ধীজী প্রদর্শিত অহিংসপথে জীবনকে দেখার প্রকৃত দৃষ্টি খুঁজে পায় / আসলে নকশাল আন্দোলনকে সমর্থন করেননি লেখক । 'মহাকালের রথের ঘোড়া' উপন্যাসের মতো তাঁর 'শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে' উপন্যাসটিতেও সমরেশ বসু নকশাল আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর বিরূপ মন্তব্য পোষণ করেছেন -

" নকশালদের হাতগুলো আমলে শেকল
ছেঁড়া ভূতের হাত। ওদের কোনো জমিন
আর গোড়া ছিল না"।

- সমরেশ বসুর মতো ঔপন্যাসিক অভিজিৎ তাঁর 'স্বপ এবং অন্যান্য নীলিমা' ধান্যাসটিতেও নকশাল আন্দোলনের সকরুণ ব্যর্থতার চিত্র তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের প্রধান তথা কেন্দ্রীয় চরিত্র সরোজ রায় । তার জীবনেরও প্রথম নয় দশ বছর কেটেছে পুববাংলায় । দেশভাগের পর পঞ্চাশ - বাহান্ন সালে সরোজ ঢলে আসে কলকাতায়। এখানে ভাড়াবাড়িতে অতি কষ্টে দিন কাটে সরোজের । সরোজ এদেশে আসার চোদ্দ বছর পর অর্থাৎ চৌষট্টির দাঙ্গার অব্যবহিত পরে তার বাবা- মা পূর্বপাকিস্তান ছেড়ে ছয় ভাই বোনকে , সঙ্গে নিয়ে চলে আসে কলকাতায় । কথকের কথায় আমরা জানতে পারি - " চৌষট্টির দাঙ্গার অব্যাবহিত পরে অপ্রত্যাশিত একখানা হাত- ফেরতা টেলিগ্রাম এসে উপস্থিত হল । সরোজের এক পিসতুতো ভাই সেখানা হাতে করে এসে যখন উপস্থিত হল, তখন টেলিগ্রামের প্রেরক সরোজের বাবা পূর্বপাকিস্তান ছেড়ে ভারতের মাটিতে । তারা আসছে । আসছে মানে এসে গেছে । শিকড় উপড়ে নিয়ে, অবশিষ্ট ভাইবোনের সঙ্গে নিয়ে মা এবং বাবা আজই সীমান্ত অতিক্রম করেছে"।
- বাবা- মা এবং ছয়- ভাইবোন নিয়ে শুরু হল সরোজের জীবন সংগ্রাম । বাঁচার লড়াই, টিকে থাকার যুদ্ধ । ভূমিহীন, পরিচয় পরিচিতিহীন সম্পর্ণ এই অজানা পরিবেশে শুরু হয়ে গেল দাঁতে- নখে লড়াই । সরোজ অবাক বিস্ময়ে, গভীর হতাশায় প্রত্যক্ষ করলো তার মাকে-
- " চোদ্দবছর আগে যে মাকে সে রেখে
- এসেছিল , সে ছিল স্বাস্থ্যবতী, ঝলমলে
- চেহারার যুবতী মা । এখন জীর্ন রোগগ্রস্ত, একটু খানি, জড়োসড়ো"।
- দেশভাগ এভাবে হরণ করেছে মানুষের জীবনের যাবতীয় ভ্রতা, সৌন্দর্য । শক্তিপদ রাজগুত্বর ' মেঘে ঢাকা তারা' ধান্যাসের নীতার মা কাদম্বিনীর মতো সরোজের মাকেও আমরা দেখি সৌন্দর্যময়ী গৃহলক্ষ্মী অভাবে অনটনে কীভাবে হতশ্রী নিস্পকরুণ হরে যায়।
- একদিকে ছিন্নমূল উদ্বাস্ত জীবনের দুঃখ কষ্ট; অন্যদিকে বড় ছেলে সরোজের জন্য দুশ্চিন্তা তার মাকে সর্বদাই ব্যাকুল করে রাখে । সরোজ জড়িয়ে পড়ে নকশাল আন্দোলনের ঘূর্ণিপাকে । নকশাল আন্দোলন প্রতিহত করবার জন্য পুলিশ প্রশাসন উঠে পড়ে লাগে । নকশালকর্মীদের ধরে ধরে জেলবন্দী করা হচ্ছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে । শুধু নকশালকর্মীরাই নয় হেনস্থার শিকার হতে হয় নকশালকর্মীদের পরিবারের মানুষগুলোকেও । তাই আমরা দেখি নকশাকর্মী না হওয়া সত্ত্বেও একমাত্র সরোজের ভাই হওয়ার অপরাধে প্রণব গ্রেপ্তার হয়। কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ তাকে গ্রেপ্তার করে । বার বার সরোজের বাবা- মাকে বাসাবাড়ি বদল করতে হয়। পড়তে হয় পুলিশের এলো পাথারি জেরার মুখে। সরোজও পলাতক মুমূর্তু বাবার চরম অসুস্থতার খবর জেনেও তাকে দেখতে আস্তে পারে না সে । নকশাল কর্মীদের জীবনের এই দুঃসহনীয় ট্রাজেডির কথা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় তুলে ধরেছেন লেখক পরোজের জীবন বৃত্তান্তের মধ্য দিয়ে ।
- সরোজের মতো হাজার হাজার নকশালকর্মীর জীবনকথা । সরোজের মতোই গা ঢাকা দিয়ে আছে বৃষ্ণপ্রিয় অতসীর নকশাল ছেলে বিষ্ণুপ্রিয় । তাকেও খুঁজেছে পুলিশ । এই দলে আছে আরো শত শত নাম যামিনী গুপ্ত, তিমিরবরণ, রণবীর, ত্রিদিব, নৃপেন, কিঙ্কর, শহিদুল, নজ্রুল । এরা সকলেই মনে -প্রাণে নকশাল আন্দোলের সক্রিয় কর্মী । তিমিরবরণ কলকাতার এক বিখ্যাত সরকারি অফিসারের ছেলে । নকশাল দলে যোগ দিয়ে শেষ পর্যন্ত সে মৃত্যুবরণ

করে কারাগারে । নকশাল দলের অন্যতম নেতা চারু মজুমদারের মতো আরও কত শত নকশালকর্মীকে যে পুলিশের অত্যাচারের শিকার হয়ে কারাগারে মৃত্যুবরণ করতে হয় তার সঠিক হিসাব মেলে না আজও । সরোক দত্ত, যামিনী গুপ্তের মতো আরো কত নকশাল বিপ্লবীর যে বীভৎস মৃত্যু ঘটেছে তারও ইয়ত্তা নেই সমকালে প্রকাশিত 'যুগান্তর' ও ইংরেজি 'স্টেটসম্যান পত্রিকা থেকে আমরা জানতে পারি এই বীভৎস গণহত্যার কথা । কৃষ্ণপ্রিয় 'যুগান্তর' পত্রিকার গ্রাহক । এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নির্বিচার নকশাল নিধনের কথা । ১৯৭০ এর ডিসেম্বরে মেদিনীপুর জেল, ফেব্রুয়ারিতে বহরমপুর, মে- তে দমদম, জুলাইতে আলিপুর স্পেশাল জেল, তারপর বারাসাত হত্যাকান্ড এবং সবশেষে কশীপুর বরানগর – একের পর এক চলতে থাকে এই বীভৎস গণহত্যা । কৃষ্ণপ্রিয়কে সরোজ রায় 'যুগান্তর' পত্রিকার ১৫ আগস্টের কাগজের সম্পাদকীয় পড়ে জানিয়েছে বীভৎস সব হত্যাকাণ্ডের কথা –

- "বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা ধরে কাশীপুর বয়ানগর অঞ্চলে যা হয়েছে তাতে রাজনৈতিক খুনোখুনি একটা নতুন স্তরে উঠল । ...এখানে ওখানে দুয়েকজন খুন- জখম নয়, অথবা বারাসাঙ্গে ঘটনার মতো গোপনে পাইকারী খুন করে লাশ পাচার করা নয়, একেবারে প্রকাশ্য রাজপথে ধরে ধরে কোতল করা এবং একটা বড় অঞ্চল জুড়ে ঘণ্টার প ঘন্টা ধরে তান্ডব চালিয়ে যাওয়া। এটাকে কী বলা হবে ? রাজনৈতিক খুনোখুনি ? দাঙ্গা, গণহত্যা ? পশ্চিমবঙ্গে যেসব বীভৎস হত্যাকান্ড গত কয়েকমাস যাবৎ চলছে সেগুলির মধ্যেও এমন ঘটনার নজির পাওয়া যাবে না । ১৮ থেকে বছর পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সের মানুষ মারা গেছেন । তাঁদের অধিকাংশই তরুণ; মোট কতজন যে খুন হয়েছেন তার কোনো সঠিক নির্ভরযোগ্য হিসাব নেই ।...." বলা বাহুল্য, এই বীভৎস গণহত্যার নেপথ্যে ছিল সমকালে ক্ষমতায় আসীন কিছু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ । কংগ্রেস পার্টির Chief Minister সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় নকশালদের দমন করতে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছিলেন । তার উপর ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে ইন্দিরা গান্ধী President rule গ্রহণ করেছিলেন to mobilise the Indian Army against the Naxalites' শুধু তাই নয়, Paramilitary forces and brigade of para commandos also participated in operation steeplechase . The operation was choregraphed in October 1969 and Lt. General J.F.R. Jacob was enjoined by Govind Narain, the home Secretary of India.''
- কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মদতে পুলিশ বাহিনীর এই নির্বিচার গণহত্যার কথা চিরকাল ধরে গোপন করে রাখা হয়েছে । অভিজিৎ সেন তাঁর সন্ধনী দৃষ্টিতে যেন তুলে আনলেন ইতিহাসের সেই অন্ধকার কালিমালিপ্ত অধ্যায়ের কথা কৃষ্ণপ্রিয়র জবানীতে লেখক আমাদের জানিয়েছেন-
- " এই হল তোমাদের জন্য এবারের স্বাধীনতা দিবসের উপহার । খবর এবং সম্পাদকীয়র মধ্যে পুলিশ ছাড়াও আরো যেন কাকে আড়াল করার চেষ্টা আছে। দে উইল কিল দি হোল অফ ইওর জেনারেশন ।'' রাষ্ট্রশক্তির হিংস্রতার প্রতি লেখকের তীব্রব্যাঙ্গবান ঝলসে উঠেছে এখানে বাস্তবিকই সরোজ, ত্রিদিব, প্রণব, বিষ্ণুপ্রিয়, যামিনী , রসবীরের মতো কত শত শত সোনার ছেলের জীবন যে নকশাল আন্দোলনের রথচক্রে পিষ্ট ও বিপর্যস্ত হল তার লেখাজোখা নেই । কৃষ্ণপ্রিয় অতসীর মতো কতো পিতা- মাতার কোল যে খালি হয়ে গেলো তার সঠিক হিসাব মেলে না আজও । নকশাল আন্দোলনের সেই দুঃসহনীয় ট্র্যাজিক ইতিহাস, রকক্ষয়ের করুণ কাহিনি যা যুগ যুগ ধরে চাপা পড়ে আছে সেই গোপন ইতিহাসের দরজা যেন লেখক খুলে দিয়েছেন তঁর এই উপন্যাস রচনার মাধ্যমে । দেবেশ রায়ের 'মানুষ রতন' গল্পের মতো এই কাহিনিতেও পুলিশ প্রশাসনের প্রতি লেখকের তীব্র বিদ্রুপবার্ণ বর্ষিত হয়েছে । রাষ্ট্রযন্ত্রের মুখোশ খুলে দিয়েছেন লেখক এখানে ।
- সমরেশ বসুর মতো লেখক অভিজিৎ সেনও তাঁর 'স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা' উপন্যাসটিতে নকশাল আন্দোলনের নানা ত্রুটি- বিচ্যুতির কথা তুলে ধরেছেন । লেখক সাতের দশকের উত্তেজনায় চাকরি, ঘরবাড়ি ছেড়ে নিজেই যোগ দিয়েছিলেন নকশাল আন্দোলনে । স্বাভাবতই নকশালদের সংগ্রাম, আদর্শ, বৈশিষ্ট্য, কর্ম্পদ্ধতি সবই তাঁর ছিল নখদর্পণে । লেখক যরোজ রায়ের মাধ্যমে তাঁর সেই অভিজ্ঞতার কথা আমাদের শুনিয়েছেন । আসলে লেখকের সত্তার প্রতিবিম্ব হল সরোজ । মূলত তার চোখ দিয়েই ঔপন্যাসিক আমাদের দেখিয়েছেন সবকিছু । পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন যাবতীয় ঘটনার স্পঙ্গে । নকশালদের আদর্শ, সংগ্রাম, বিপ্লব এবং সকরণ ব্যার্থতা, পরাজয়- সবই- আমরা প্রত্যক্ষ করি সরোজের চোখ দিয়ে । সমরেশ বসুর রুহিতন কুরুমি (মহাকালের রথের ঘোড়া), কিংবা কিন্নর রায়ের তপন ('সংঘষ') যেভাবে বিপ্লবের স্বপ্ন ছেড়ে সংসদীয় রাজনীতির স্থিতাবস্থায় ফিরে আসে, তেমনি অভিজিৎ সেনের

নকশাল নয়ক সরোজ রায়ও নকশালদের সশস্ত্র সংগ্রামের পথ পরিত্যাগ করে। কলকাতা থেকে পালিয়ে এসে আশ্রয় নেয় সুদূর হিলি বর্ডার সংলগ্ন সীমান্ত জেলা শহর মাঝের বন্দরে । এক উদ্বাস্তু শিবিরের ইনচার্জ হিসেবে যোগ দেয় । সেইসূত্রে উদ্বাস্তু মানুষগুলোর দুঃখবেদনার শারিক হয় সে । সেইসঙ্গে তাঁর স্মৃতির পর্দায় ভেসে আসে নিজের ব্যক্তিজীবনের ভয়াল রাজনীতির নানা ঘটনা প্রবাহের কথা । তার কোলই মনে পড়ে নানা প্রশ্ন এবং স্মৃতি থেকে রেহাই পেতে সে মানিক থেকে সরোজ হয়ে গেছে । আবুল বাশারের 'চন্দ্রদীপ' যেমন বিছিন্ন হয়ে যাওয়া এক নকশালকর্মীর গল্প; তেমনি নকশালপন্থীদের জীবনবৃত্তান্ত এক ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে ।

- সরোজ নকশালদলে দীর্ঘকাল থাকার পর বুঝতে পেরেছে দলের নানা দুর্বলতা ও ত্রুটি- বিচ্যুতির কথা ।
- নকশালদের নির্দিষ্ট কোন কর্ম্পদ্ধতি ছিল না । কিসের জন্য তাদের লড়াই, কে তাদের শত্রু, কে মিত্র, কোথায় এবং কিভাবে তারা লড়াই শুরু করবে এসব যাবতীয় ব্যাপর নকশালকর্মীদের কাছে পরিস্কার ছিল না । তাছাড়া পার্টিতে ছিল নানা ধরনের মতবিরোধ । নানা ধরনের হতাশা । বিরোধ ছিল খতম নিয়ে, গেরিলা অভ্যুত্থানের পদ্ধতি নিয়ে, মূর্তি ভাঙা নিয়ে, পুলিশের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া নিয়ে । প্রশ্ন ছিল জোতদার খতম নিয়ে, বাংলাদেশ নিয়ে, পাকিস্তানও চীনের ভূমিকা নিয়ে । সরোজেরও মনে হয়েছিলো-
- " কৃষকরা তাদের দিয়ে জোতদার খুন
- করাতে চাচ্ছে নিছক ব্যক্তিগত; কিংবা
- নিতান্তই অর্থনৈতিক তাৎক্ষাণিক কিছুটা
- সুবিধা পাবার জন্য ।"
- - তাই শেষপর্যন্ত সমরেশ বসুর নায়ক রুহিতন কুরমির মতো সরোজও সশস্ত্র সংগ্রামের পথ ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে আসে কলকাতা থেকে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সীমান্তবর্তী এক জেলা শহর মাঝের বন্দরে । নকশাল আন্দোলন সম্পর্কে সরোজের আজ উপলব্ধি –
- (১) " শুধুমাত্র নৈরাজ্য যেন তাদের উদ্দেশ্য । একটা নৈরাজ্যের অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে লালফৌজ গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল কিনা , একথাও কেউ কেউ নিশ্চয়ই ভেবে দেখেছিল ।"
- আসলে নকশাল আন্দোলন যাদের কথা ভেবে এবং যে কারণে সংঘটিত হয়েছিল সেইসব ভূমিহীন কৃষকেরা এই আন্দোলনে সেভাবে যোগ দেয়নি । পশ্চিমবাংলায় কৃষক অঞ্চলে কোথাও এই আন্দোলন ব্যাপকভাবে চোখে পড়েনি । গ্রামাঞ্চলের গরিব চাষি, দিনমজুর কিংবা রাজমিস্ত্রি, ছুতোর ইত্যাদি অতি সাধারণ বৃত্তিধারী মানুষদের শ্রেণিসংগ্রামের তত্ব বোসাতে পারেনি সরোজ কিংবা যামিনী গুপ্তের মতো আবেগসর্বস্ব নকশালপন্থী তরুণ যুবকেরা । তাই শ্রেণিশত্রু খতমের আক্রমণে গরিব ভূমিহীন কৃষকেরা সেভাবে এগোয় নি যেভাবে অপরিণত বুদ্ধির আবেগসর্বস্ব তরুণেরা এগিয়েছিল । জোতদারদের খুঁজে বার করা এবং জোতদার খতম করাই যেন হয়ে উঠেছিল এই সশস্ত্র বাহিনীর একমাত্র লক্ষ্য । তাই এই আন্দোলন বৃহত্তর অভ্যুত্থানে পৌঁছোনোর পূর্বেই মিলিয়ে যায় । আসলে নকশাল আন্দোলনকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য যোগ্য নেতৃত্বের অভাব ছিল । কিসের জন্য তাদের লড়াই, কে তাদের শত্রু, কে মিত্র , কোথায় এবং কিভাবে তারা লড়াই শুরু করবে, সারা ভারতজুড়ে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন নকশাল গ্রুপে কে নেতৃত্ব দেবে এই বিষয়গুলো ঠিকমতো নিষ্পত্তি না করেই তার নির্বিচারে 'শ্রেণশত্রু' খতমে নেমে পড়েছিল । স্বাভাবতই নকশালপন্থীদের দমনে পুলিশ প্রশাসন খুব সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল । তাছাড়া দেশের ক্ষমতায় থাকা কংগ্রেস নেতারা একথা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, নকশাল-আন্দোলন ফলপ্রসূ হলে পশ্চিমবাংলায় রাজনীতির পালাবদল অশ্চিরেই ঘটবে । তাই ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রপতি শাসন হারি করে ভারতীয় সেনাবাহিনী দিয়ো নকশালদের সমূলে বিনাশ করলেন । চিরতরে ভারতবর্ষের মাটি থেকে মুছে গেল নকশালদের লড়াই । ১৯৭১ সালে সদ্য প্রতিষ্টিত স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষেরা মুক্তির আনন্দে যখন উল্লাসিত, তাদের গৃহপ্রাঙ্গন আলোকমালায় সাজাতে তারা যখন ব্যস্ত; তখন সরোজ, প্রণব, ত্রিদিব কিংবা কৃষ্ণপ্রিয় , জাহির অতসীর মতো হাজার হাজার মানুষেরা পাগলের মতো স্বাজনকে খুঁজছে হন্যে হয়ে । কথকের তাই স্পষ্ট স্বীকারোক্তি –
- " হায়রে স্বদেশ! হায় স্বাধীনতা!

- হায় মুক্তিযুদ্ধ! হায় বীরত্ব!.. সারা দেশে যখন সদ্য অর্জিত স্বাধীনতা নিয়ে উৎসবে মত্ত, জাহিরের মতো বহু মানুষ তখন পাগলের মতো হারিয়ে যাওয়া স্বজনকেও খুঁজছে। হায় স্বাধীনতা !''
- সরোজের শেষদিকে এসে মনে হয়েছিল 'শুধুমাত্র নৈরাজ্য যেন তাদের উদ্দেশ্য'। আর নৈরাজ্যের অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে কোন আন্দোলনই যে সফলতা অর্জন করতে পারে না নকশাল –আন্দোলনের চরম ব্যর্থতা সেকথাই প্রমান করে। লেখক অভিজিৎ সেন তাঁর এই উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে নকশাল আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর এই সুস্পষ্ট ধারণাই ব্যক্ত করেছেন।
- এভাবে সামগ্রিক আলোচনার দেখা যায় অভিজিৎ সেন তাঁর ' স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা' উপন্যাসটিতে নকশালপন্থীদের বিবির্তনের একটা সুস্পষ্ট রেখাচিত্র অঙ্কণ করেছেন। সমরেশ বসুর 'মহাকালের রথের ঘোড়া', কিন্নর রায়ের 'সংঘর্ষ', বানী বসুর 'অন্তর্ঘাত' কিংবা অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়ের ' আটটা ন'টার সূর্য' উপন্যাসের মতো অভিজিৎ সেনের 'স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা উপন্যাসটিও নকশাল আন্দোলনের এক নিখুঁত বাস্তব চিত্রণ। বলাবাহুল্য , ঔপন্যাসিক নিরপক্ষাভাবে নির্মম নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তুলে ধরেছেন সমাজ ইতিহাসের সেই রক্তাক্ত অতীত অধ্যায়কে যার পাতায় পাতায় বিধৃত হয়ে আছে নকশাল বিপ্লবীদের জীবনচিত্র, তাদের আত্মসমীক্ষা, আত্ম-উন্মোচন ও আত্মঅপরাধ স্বকৃতির কথা।

- **তথ্য সূত্র**

- ১। Wikipedia India Naxalbari Movement, Google.
- ২/ পূর্বোক্ত
- ৩/ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসঃ ড. দেবেশ কুমার আচার্য্য আধুনিক যুগ (১৯৫০-২০০০), ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতান, প্রথম প্রকাশ ২০১০, পৃ.৮৯৭।
- ৪/ অভিজিৎ সেনঃ 'স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা', দে'জ পাবলিশিং, কল্কাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ২০০০, পৃ.৭৮।
- ৫/ তদেব, পৃ.৭৯
- ৬/ তদেব, পৃ. ১১১
- ৭/ Wikipedia—পূর্বোক্ত।
- ৮/ অভিজিৎ সেন, পূর্বোক্ত, পৃ .১১১
- ৯/ তদেব, পৃ. ১২৫
- ১০/ তদেব, পৃ . ১২৫
- ১১/ তদেব, পৃ . ১২৪
- ১২/ তদেব, পৃ . ১২৭, ১২৮।